ইনকিলাব

তারিখ ... 24 MAY 2013
পৃষ্ঠা ...

প্রিন্সিপালের অপসারণের দাবিতে গতকাল উদয়ন স্কুলের সামনে শিক্ষার্থী অভিভাবকদের মানববন্ধন —ইনকিলাব

উদয়ন স্কুলে ছাত্রীদের জামার হাতা কাটার ঘটনায় কঠোর অবস্থানে অভিভাবকরা

প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালের অপসারণ চেয়ে মানববন্ধন : কল্পনার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ স্থগিত

☐ স্টাফ রিপোর্টার

উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জামার হাতা কাটায় কঠোর অবস্থানে অভিভাবকরা। অভিভাবকদের আন্দোলনের মুখে ঘটনার সাথে জড়িত সহকারী প্রধান শিক্ষক (মা.মিক) মাহবুবা ১৫ পৃষ্ঠার ১ এর কলাম

উদয়ন স্কুলে ছাত্রীদের জামার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খানম কল্পনার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ স্থগিত করা হয়েছে। তিনি প্রতিমন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজুর স্ত্রী। ওই ঘটনায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, কমিটির প্রধান করা হয়েছে অধিদপ্তরের পরিচালককে (কলেজ)। অধ্যক্ষ উম্মে সালেমা বেগমকে বহিষ্কার ও মাহবুবা খানমের অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে অভিভাবকরা। আজ আবারও মানববন্ধন কর্মসূচি দিয়েছে উদয়ন অভিভাবক পরিষদ।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ উম্মে সালেমা বেগম বলেন, শিক্ষার্থীদের জামার হাতা কেটে দেয়ার অভিযোগে পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাহবুবা খানমের চুক্তির মেয়াদ স্থগিত করে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। নোটিশের জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। দুই বছরের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে উদয়ন স্কুলে কর্মরত এই শিক্ষিকার আরো এক বছরের বেশি সময় মেয়াদ রয়েছে বলে অধ্যক্ষ জানান। শিক্ষার্থীদের জামার হাতা কেটে দেয়ার ঘটনাকে 'দুঃখজনক' হিসেবে উল্লেখ করে সালেমা বলেন, মন্ত্রীর স্ত্রী হলেও তার সঙ্গে বাচ্চাদের সম্পর্ক ভাল। এ বিষয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সালেমা বেগম ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষভাবে জড়িত। কল্পনা ছাত্রীদের জামার হাতা কাটতে যাওয়ার আগে তাকে জানিয়েই গিয়েছিলেন। শুধু তাই ঘটনার পর থেকেই তিনি কল্পনাকে বাঁচানোর জন্য সব সময় তার গুণকীর্তন গাইছেন। মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, অভিযোগ তদন্তে মাউশির পরিচালককে (কলেজ) আহ্বায়ক এবং উপ-পরিচালক (কলেজ-২) ও সহকারী পরিচালককে (কলেজ-৪) সদস্য করে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে কল্পনার চুক্তি সাময়িক স্থগিত ও তদন্ত কমিটি গঠন সম্ভব হয়েছে অভিভাবকদের কঠোর অবস্থানের কারণেই। ঘটনার পরপরই অভিভাবকরা স্কুলে উপস্থিত হয়ে এর প্রতিবাদ জানান। এর পরবর্তী সময়েও তারা জড়িতদের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ, অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন। তবে সাময়িক এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তারা আশ্বস্ত হতে রাজি না। অভিভাবক ফোরামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাজিদুল ইসলাম সরকার বলেছেন, আমরা সালেমা বেগমের বহিষ্কার ও মাহবুবা খানমের অব্যাহতি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবো। গভর্নিং বডির সদস্য রুহুল আমিন বলেন, আমরা সভায় দাবি তুলেছিলাম অধ্যক্ষ ও সহকারী প্রধান শিক্ষককে অব্যাহতি দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। সেই রিপোর্ট প্রকাশ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অভিভাবকদের মানববন্ধন

এদিকে উদয়ন স্কুলের অধ্যক্ষ সালেমা বেগম ও মাহবুবা খানমের অপসারণের দাবিতে গতকাল স্কুলের সামনে মানববন্ধন করেছে উদয়ন অভিভাবক পরিষদ। আজ সকাল ৮টার দিকে ব্যাচ ধারণ করে বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায় আবারো মানববন্ধন করার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। গতকাল সকালে ছাত্রীদের জামার হাতা কাটার নির্দেশ দেয়ায় সালেমা বেগমের বহিষ্কার ও মাহবুবাকে অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করে। মানববন্ধনে অভিভাবকরা বলেন, উদয়নে উচ্চ মাধ্যমিক ড্রেস কোডের নামে যে ঘটনা ঘটানো হয়েছে, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। যেখানে মাল্টিমিডিয়া মোবাইলের অবাধ ব্যবহার, পর্নোগ্রাফি ও স্কিনটাইট টাইস বা লেগিংস দিয়ে প্যান্ট পরিধান বা চুলে স্পাইক করাসহ নানাবিধ গুরুতর অপরাধ ঘটছে, সেখানে ফুল বা থ্রি কোয়ার্টার হাতার বিরুদ্ধে এত তোড়জোড় কেন? ছাত্রীরা ফুল হাতা জামা তাদের শালীনতা রক্ষার জন্যই করেছে। কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হলো তা আমরা জানতে চাই। তারা বলেন, বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির কোনো নির্দেশ না মেনেই অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো বিদ্যালয় পরিচালনা করে বিদ্যালয়টিকে ধ্বংস করছেন। এই ধরনের কাজ এখনই বন্ধ করতে হবে। তাই আমাদের দাবি অধ্যক্ষ, সহকারী প্রধান শিক্ষককে বহিষ্কার করতে হবে। আর তা না হলে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা চলতেই থাকবে। মানববন্ধনে উদয়ন অভিভাবক পরিষদের সভাপতি ও গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর ড. কেএম সাইফুল ইসলাম খান, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন এবং মাকসুদ চৌধুরী, সুলতানা পারভীন, আবুল কালাম আজাদ, মোহরাব হোসেন, রুহুল আমিনসহ প্রায় শতাধিক অভিভাবক মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন। গত ২২ মে উদয়ন স্কুলে ফুল হাতা জামা পরে আসায় নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস রুমে রুমে গিয়ে ছাত্রীদের জামার হাতা কেটে দেন মাহবুবা খানম কল্পনা। এসময় তিনি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এরপর লম্বা জামা পরলে জামা কোমর পর্যন্ত কেটে দেয়া হবে।